যুগান্তর

NOV 22 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মেধাবীরা যদি শিক্ষকতা পেশায় না আসে?

কথায় কথায় আমরা বলে থাকি শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড কিংবা শিক্ষকই জাতি গঠনের প্রধান হাতিয়ার। বাংলাদেশের বাস্তবতার সঙ্গে এই কথাগুলো কতটা সঙ্গতিপূর্ণ? একজন শিক্ষকের প্রাথমিক দায়িত্ব হওয়া উচিত শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করা। ছাত্র-ছাত্রীদের শৃঙ্খলা ও উন্নত মূল্যবোধে দীক্ষিত করা, আদর্শ নাগরিক সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান করা এবং নির্ধারিত সিলেবাস শেষে পরীক্ষা নিয়ে ওই ছাত্রছাত্রীদের হাতে একটি সার্টিফিকেট তুলে দেয়া। আর এসব কোয়ালিটি যে শিক্ষকের থাকে তিনিই আদর্শ শিক্ষক। তারা সমাজের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি, দেশ ও জাতির কর্ণধার। তাই যদি হয় তাহলে ভাল ছাত্ররা কেন আজ শিক্ষক হতে চাইছে না? তাহলে কেন একজন শিক্ষক নিজেকে অপরাধী মনে করছেন কিংবা কেন একজন উপাচার্য এমন কথা বলছেন, ভিসি কিংবা শিক্ষক হওয়ার চেয়ে শিয়াল-কুকুর হওয়া ভাল। এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আরও গভীরে প্রবেশ করতে হবে।

সম্মানিত উপাচার্য সাহেবের কথাই ধরা যাক। তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ আসনে আসীন। ধরে নিলাম উপাচার্য হিসাবে তিনি ততটা যোগ্য নন, যতটা প্রয়োজন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক সুস্থ পরিবেশ রক্ষায়। তারপরেও তো তার একটি আদর্শ রয়েছে। তিনি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। যদি তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ না হন তাহলে তার আদর্শ কিংবা মতামতের কি এতটুকু মূল্য থাকা উচিত নয়? দেশের চলমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্যও কি তিনিই দায়ী? প্রতিটি ছাত্র সংগঠন কিংবা তাদের নেতৃবৃন্দ যদি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজ স্বার্থে ব্যবহারের লক্ষ্যে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটাতে চায় তাহলে কিভাবে তিনি এ সমস্যার সমাধান করবেন? আর একজন শিক্ষকের এই দুর্বলতার সুযোগ পেয়ে প্রতিটি মহল যদি তার ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাহলে তিনি কি করবেন? তিনি তো একজন শিক্ষক। তার হাতে তো একে-৪৭ কিংবা অন্য কোন আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র নেই। তাহলে তিনি কিভাবে তার দায়িত্ব পালন করবেন? আর এই একই কারণে যদি দেশের প্রতিভাবান ও মেধাবী ছাত্ররা ভবিষ্যতে এই পেশায় না আসে তাহলে অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না।

একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক যদি শিক্ষকতার চেয়ে একটি শিয়াল কিংবা কুকুরের জীবনযাত্রাকে বেশি ভালবাসেন কিংবা তাদের স্তরের প্রতিনিধি সাজতে চান এর চেয়ে লজ্জাজনক আর কি হতে পারে? এতেও কি ক্ষুদ্র ব্যক্তি কিংবা দলীয় স্বার্থান্বেষী মহলের লজ্জা হওয়া উচিত নয়, যারা কথায় কথায় দেশ ও দশের কথা বলেন, মানবতার কথা বলেন, জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের কথা বলেন?

জানি লিখে কোন লাভ হবে না। তারপরেও বলছি আগামী স্বপ্নের বাংলাদেশের কথা ভেবে, লাখ লাখ ছাত্রছাত্রীর কথা ভেবে সব ক্ষুদ্র ব্যক্তি কিংবা দলীয় স্বার্থ উপেক্ষা করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে এগিয়ে আসুন। মর্যাদা দিন একজন শিক্ষককে। আর সব দলীয় রাজনীতি থেকে ছাত্রছাত্রীদের বের করে এনে কাগজ-কলম-বই হাতে শিক্ষাঙ্গনে ফেরত পাঠিয়ে দিন। তা হলেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উত্তরণ সম্ভব।

সুজনকৃষ্ণ হালদার
আগলতা, বানারীপাড়া, বরিশাল